

অন্তরা,

আজ তোমাকে সেই কথাগুলি লিখবো , যা তুমি শুনতে চেয়েছিলে বহুদিন আগে। আমার বড় দুঃখ হয় যখন দেখি ধর্মের নামে ও ধর্মের আইনে মানুষের স্বাধীনতা ও মনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সর্বনাশ করে দেয়া হয়। মানুষ সারাজীবন হাহাকার নিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি এই ধর্মের কারণেই মানুষ সারা জীবন গরীব থাকে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গেলে ২০/২৫ পাতা কমপক্ষে লিখতে হবে। সংক্ষেপে কারণ হলো, ধর্ম নারী পুরুষকে বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বাধা দেয়। পৃথিবীর উন্নত দেশে ধর্মের এই নাকানী-চুবানী নেই বলে তারা আজ অভাব অনটন থেকে মুক্ত, তাদের জীবনটা আনন্দে ঝলমল। ধর্মচায় নারী পুরুষ শুধু নামাজ রোজা করবে আর কোরান পড়বে আর হাদীছ মানবে। দুনিয়াদারির আর কিছুই জানার দরকার নেই , এসব করলেই সে মৃত্যুর পর বেহেশতে চলে যাবে। সেই বেহেশতে সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ আর শান্তি মিলবে। এসব হচ্ছে কাল্পনিক কিছু তথ্য যা মানুষ নিজের মগজ থেকে তৈরী করেছে। সবগুলো ধর্মগ্রন্থ খুঁটিনাটি পাঠ করলে দেখা যায় সবকিছুই কাল্পনিক রূপকথার গল্প। জিন, ভূত, ফেরেশতা ইত্যাদি সত্যি বলতে কিছু নেই, মানুষকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে এই ভাবে ভয় না দেখালে মানুষ দিন রাত শয়তানী করবে এবং ঝগড়া ফসাদ করবে। কিন্তু বিজ্ঞান শত শত প্রমাণ দিয়ে বলছে এসব ভূয়া। মানুষ ঝগড়া ফসাদ ও অন্যায় অত্যাচার করলে রাফ্টে আইন আছে সুতরাং যে আইন ভঙ করে অন্যায় করবে, সে জেল জরিমানা সহ শারীরিক শাস্তি ও পেতে পারে। এজন্য মরার পরে দুঃকৃতিকারীকে শাস্তি দেয়ার যে কাল্পনিক বিশ্বাস তা একটি ভূয়া বিশ্বাস। কারণ দুনিয়াতে যদি পাপের বিচার না থাকে তাহলে সবাই বলবে “মরার পর তো আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিয়ে দেবেন তাহলে দুনিয়াতে কেন আমাকে শাস্তি দেবেন ” এই যুক্তির ভিতর সে পাপ করে ও শাস্তি ছাড়া পলায়ন করতে চায়। দুই নম্বর কথা হলো মানুষ ধর্মের কারণে অতিমাত্রায় ভাগ্য-বিশ্বাসী হয়। সুতরাং সবল যখন দুর্বলকে অত্যাচার ও শোষণ করে তখন দুর্বলরা সবলদের বিরুদ্ধে কিছুই করার কোন আইন খুঁজে পায়না, তারা বলে এটা তোমার তকদীরে লিখা, তোমার ভাগ্যমন্দ এজন্য এটা হয়েছে বা ঘটেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষায় মানুষ শিক্ষিত হলে সে ন্যায় অন্যায়ের আইন তৈরী করে নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে। মানুষের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় আইন হলে সে শুধু সবুর (ধৈর্য্য) করে থাকতে হবে, আল্লায় বিচার করবেন ও পুরস্কার দেবেন এই মিথ্যা শাস্তনা নিয়া সে বেঁচে থাকতে হবে। অর্থাৎ সে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। বিশেষ করে নারীরা পুরুষদের দ্বারা নানা ভাবে অত্যাচারিত হয়ে থাকে, পুরুষের অনুমতি ছাড়া বাপের বাড়ী যেতে পারেনা, কোথাও ইচ্ছে করলে বেড়াতে যেতে পারেনা, কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে দেয়া হয়না। সামান্য ভুলত্রুটি হলে পুরুষ তাকে পিটিয়ে মারে। নারীদেরকে নানা ভাবে বলপ্রয়োগ করে তার উপর শারীরিক ও মানসিক ভাবে যৌন অত্যাচার করা হয়। সে কোথাও বিচার পায়না। এভাবে নারীর সকল স্বাধীনতাকে বন্দী জীবনে পরিণত করা হয়েছে। নারীকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেয়া হয়না। বলা হয় সে প্রেম করে ফেলবে, প্রেমের চিটি লিখবে, যার তার সাথে মিশবে। প্রেম ভালবাসা মানুষের জন্মগত অধিকার, পুরুষের যেমন দেহ মন আছে এবং প্রাকৃতিক চাহিদা আছে নারীর তদ্রুপ আছে, সুতরাং নারীর জীবনকে কেন এভাবে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে তার জীবনকে দুঃখময় করে তুলা হবে ? সে ওতো মানুষ।

ধর্মের এবং শরীয়া আইনের দোহাই দিয়ে তারা নিজেদের গা বাঁচায়, তারা বলে ধর্মতো নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে কিন্তু কিছু দুর্চারিত্র স্বভাবের মানুষের কার্যকলাপের জন্য ধর্মকে তো দায়ী করা যায়না। কিন্তু বাস্তবে ঐসব দুর্চারিত্রবান পুরুষদের কোন শাস্তি হয়না। তাদের একরোখা কথা হলো, নারী কোন মানুষ না, সে পুরুষের কথায় উঠবে বসবে, তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকবেনা, তার নিজস্ব মন বলে কিছু থাকবেনা। তার জীবন এবং শরীরের শ্রম কেবল পুরুষের জন্য নির্ধারিত। এজন্য ধর্মের আবর্তন থেকে নারীকে বাচাবার জন্য এবং নারী অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুনিয়া জোড়া চলছে সংগ্রাম ও বিপ্লব। হাজার হাজার সংগঠন সে জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মের কাল্পনিক নানাবিধ আইন থেকে রক্ষা করে তাদের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য চলছে সংগ্রাম। বাংলাদেশেও এখন চলছে এই সংগ্রাম। নারী অধিকার নিয়ে আমরা সবাই এখন সোচচার। নারীকে ভালবাসা দিয়ে, ন্যায্য অধিকার দিয়ে তার সবকিছু ভোগ কর এতে কোন অন্যায় হবেনা। কিন্তু ধর্মীয় আইন দিয়ে নারীকে অত্যাচার করা চলবেনা। এজন্য ধর্ম বিজ্ঞান-শিক্ষাকে পাপ বলে দাবী করে। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হলে মানুষ তার জীবনের সব সত্য রহস্য জেনে ফেলবে, মানুষ আর ভাগ্য বিশ্বাসী থাকবেনা। মানুষ হয়ে যাবে আত্ম-বিশ্বাসী, অর্থাৎ নিজের উপর নিজের বিশ্বাস দৃঢ় হবে। এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে সে পরনির্ভরশীল থাকবেনা। সে নিজের উপর নিজে দাড়াতে পারবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথা আধুনিক শিক্ষার বদৌলতে মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে কাজের সংস্থান, সৃষ্টি করতে পারবে বহুমুখী পেশা ও চাকুরী, বিনিময়ে সমাজ হবে উন্নত ও গতিশীল। তাই ধর্মের চাপট থেকে মানুষকে মুক্ত করাই হচ্ছে আজকের যুগে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। আল্লাহ মানুষ জাতিকে জন্ম থেকেই স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সাথে দিয়েছেন বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান। সুতরাং যার যার সুবিধা অনুযায়ী নিজের জীবন চালাবে, অন্যের এখানে হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ভালবাসলে অপরের কি এমন ক্ষতি হয় ? ওরা তো হিংসায় একদম জ্বলে পুড়ে যায়। এখানে তো তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছেনা। আমার মন এবং আত্মা চাইছে তোমাকে ভালবাসতে, তুমি ও হয়তো মাঝে-মাঝে অনুভব করছো তাই। এই চাওয়া পাওয়াটা একান্ত ভাবেই প্রাকৃতিক। আর প্রাকৃতিক চাহিদা থেকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক চাহিদার বিকাশ ঘটে। এখানে আমরা প্রকৃতির দাস মাত্র। আমরা জানি পুরুষরা স্বভাবতই প্রাকৃতিক চাহিদার কারণে নারীদের প্রতি সর্বদাই দুর্বল, হোক সে যতই মহামানব। সে এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য তাকে হতে হবে অমায়িক ও বিনয়ী। সমাজের নানাবিধ বৈষম্য, শোষণ, অন্যায় অত্যাচার দুরীভূত করার লক্ষ্যে মানুষের ন্যায়িক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে হতে হবে সংগ্রামী ও সত্যের অনুসরণকারী। এই নিগুড় কামনা আমাকে প্রায়ই উদ্বলিত করে। জানি যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তারা অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু তাদের ইচ্ছা সে পথে ধাবিত হয়না। তারা ভাবে এতে কোন ফ্যাকড়ায় জড়িয়ে তারা দরিদ্র হয়ে যাবে। আবার যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই তারা লেখনীর মাধ্যমে অনেক কিছু করতে চায়। তারা চায় সমাজের উন্নয়ন। আর একারণে তারা তাদের আইডিয়াটা নিঃসঙ্কেচে প্রকাশ করে। আর আশা পোষণ করে হয়তো একদিন তার এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মত যদি একজন মানুষকেও আমি সত্যের সন্ধান দিয়ে হৃদয়ে আলো জ্বালাতে পারি তাহলে জীবনের স্বার্থকতায় এটা হবে এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সময় করে বেড়াতে এসো। চা চক্রের গল্পে দিন কাটাতে কার না ভালো লাগে ? এবার তাহলে আসি, কেমন ?

তোমারই হৃদয়-প্রত্যাশী

* উত্তর পুরুষ *